খেয়া

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর।

১৯১৪

মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা

খেয়া

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোম্‌টা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ও পারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।
নামায়ে মুখ চুকায়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাঁদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘর-ছাড়া,
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়!

খেয়া

সাঁজের বেলা ভাঁটার স্রোতে ও পার হ'তে এক-টানা
একটি দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন ক'রে চিন্‌ব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়,
ডাক্‌লে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধর্‌বে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ?
ওরে আয় !
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন-শেষের শেষ খেয়ায়।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন্ গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে !
ফুলের বাহার নাইক যাহার ফসল যাহার ফল্‌ল না,
অশ্রু যাহার ফেল্‌তে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জ্বল্‌ল না

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়!
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলা-শেষের শেষ খেয়ায়!

ঘাটের পথ

ওরা   চলেছে দীঘির ধারে
ঐ শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জলভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা   চলেছে দীঘির ধারে।

আমি   কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়া-সুশীতল বাটে?
বেলা বেশি নাই, দিন হ'ল শোধ,
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
এ বেলা কেমনে কাটে?
আমি   কোন্ ছলে যাব ঘাটে?

ওগো কি আমি কহিব আর ?
ভাবিস্‌নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা-কলসের ভার।
যা হোক্ তা হোক্ এই ভালবাসি,
বহে নিয়ে যাই, ভ'রে নিয়ে আসি,
কতদিন কতবার।
ওগো আমি কি কহিব আর।

এ কি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কি কব', কি আছে ভাষা !
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাঁসা !
একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই ঝড়জল
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।

খেয়া

বেণুশাখা'পরে বারি ঝরঝরে,
এ-কূলে ও-কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জ্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা—
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা,
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো দিনে কতবার করে'
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো দিনে কতবার করে'।

অ াহির হইব বলে'
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে!
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,-
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব বলে'।

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।

দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হ'য়ে গেছে বারি।

ঘাটে

(বাউলের সুর)

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চল্‌ত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া ॥
নেই যদি বা জম্‌ল পাড়ি
ঘাট আছে ত বস্‌তে পারি,
আমার আশার তরী ডুব্‌ল যদি
দেখ্‌ব তোদের তরী বাওয়া ॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া ?
কম কিছু মোর থাকে হেথা
পূরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেই খানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া ॥

শুভক্ষণ

১

ওগো মা—

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বল কি মতে?
বলে' দে আমায় কি করিব সাজ,
কি ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস?
মাগো, কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে
মুখপানে কেন চাস্?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পুরে;—

শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে !

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বল কি মতে ?

ত্যাগ

২

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার' পরে।

মাগো কি হ'ল তোমার, অবাক্‌নয়নে
চাহিস্‌ কিসের তরে !
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে' আছে শুধু আঁকা
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বল কি মতে ?

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হ'ল

সাঙ্গ হ'ল কাজ—

আমরা মনে ভেবেছিলেম

আস্‌বে না কেউ আজ।

মোদের গ্রামে দুয়ার যত

রুদ্ধ হ'ল রাতের মত,

দুয়েক জনে বলেছিল

"আস্‌বে মহারাজ।"

আমরা হেসে বলেছিলেম

"আস্‌বে না কেউ আজ!"

দ্বারে যেন আঘাত হ'ল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম
বাতাস বুঝি হবে !
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দুয়েক জনে বলেছিল
"দূত এল বা তবে !'
আমরা হেসে বলেছিলেম
"বাতাস বুঝি হবে !"

নিশীথ রাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি'
কাঁপ্‌ল ধরা থরহরি,
দুয়েক জনে বলেছিল
"চাকার ঝনঝনি।"

ঘুমের ঘোরে কহি মোরা
"মেঘের গরজনি।"

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠ্‌ল ভেরী,
কে ফুকারে—"জাগ সবাই,
আর কোরো না দেরি!"
বক্ষ'পরে দু'হাতে চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,
দুয়েক জনে কহে কানে—
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি!"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন!
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন!

হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা!
দুয়েক জনে কহে কানে—
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্যঘরে
কর অভ্যর্থন!"

ওরে দুয়ার খুলে দেরে—
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা!
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক্ ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এলো
দুঃখরাতের রাজা।

দুঃখমূর্ত্তি

দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামি,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে' দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে

নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে !
বাজিছে বুকে বাজুক, তব
কঠিন বাহুবাঁধনে হে ।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে’
বেদনা তাহা জানাক মোরে
চাব না কিছু, কব না কথা,
চাহিয়া রব বদনে হে !
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক্ জল নয়নে হে !

মুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন্ এসেছিলে তুমি
কখন্ যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে !
আমি চরণশবদ পাই নি শুনিতে
ছিলেম কিসের ধেয়ানে
তাহা কে জানে !
রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
এখনো রয়েছে যামিনী,—
যেমন বন্ধ আছিল সকলি
বুঝি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারি,
ঘুমায়ে ছিলেম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি ?

আজ নয়ন মেলিয়া একি হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।
ওগো যে আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই,
আমি বাঁধা নাই।
তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া !
হে বিজয়ি বীর অজানা,
কখন্ যে তুমি জয় করে যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা !

আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।

সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে' রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরাণবঁধু হে
কখন্ যে তুমি দিয়ে চলে' যাও
পরাণে পরশমধু হে!

প্রভাতে

এক রজনীর বরষণে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,
কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহগো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখ
উঠেছে ভরে !

কাল রজনীতে কে জানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর বারি তিমির নিশীথে
ঝরিল যবে,—
ভরা শ্রাবণের নিশি দুপহরে
শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর রবে
তখন সে রাতে কে জানিত মনে
এমন হবে !

হের হের মোর আকুল অশ্রু-
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে !
একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কখন্ ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে

আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে !

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কি !
ইহারি লাগিয়া হৃদ্ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি !
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কি !

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস ক'রে—
সন্ধেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—
আমি চাই নি সাহস ক'রে।
ভেবেছিলাম সকাল হ'লে
যখন পারে যাবে চলে'
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে' !
তাই আমি কাঙালের মত
এসেছিলাম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস ক'রে।

এ ত মালা নয়গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে' ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।

তরুণ আলো জাল্‌না বেয়ে
পড়্‌ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখী শুধায় গেয়ে,
"কি পেলি তুই নারী,
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই ত আমি ভাবি বসে'
এ কি তোমার দান?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কি তোমার দান?

শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখ্‌তে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান ।

আজ্‌কে হতে জগৎমাঝে
ছাড়্‌ব আমি ভয়,
আজ হ'তে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয় ।

মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ করে'
রাখ্‌ব পরাণময় ॥

তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধনক্ষয়।
আমি ছাড়্‌ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি'
করব না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করবনা আর সাজ।
ধূলায় বসে' তোমার তরে
কাঁদ্‌ব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মান্‌ব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হ'লে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধূলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরণের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা,"
ভীত হ'য়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার—
"পালিব পরাণপণে
যাহা কহে গুরুজনে।"

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি যায়,
যে হার তাহারে পরালে, সে হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে।

শুধু দুর্দ্দিনে ঝড়ে
—দশদিক্ ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধূলা কোথা পড়ে থাকে তার,
তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কি যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

ওগো বর ওগো বঁধু
জান জান তুমি—ধূলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বঁধু।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জ্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

অনাহত

দাঁড়িয়ে আছ আধেকখোলা
বাতায়নের ধারে
নূতন বধূ বুঝি ?
আস্‌বে কখন্‌ চুড়ি-ওলা
তোমার গৃহদ্বারে
ল'য়ে তাহার পুঁজি।
দেখ্‌চ চেয়ে গোরুর গাড়ি
উড়িয়ে চলে ধূলি
খর রোদের কালে ;
দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
বোঝাই নৌকাগুলি
বাতাস লাগে পালে।

খেয়া

আধেক খোলা বিজনঘরে
ঘোম্‌টা-ছায়ায় ঢাকা
একলা বাতায়নে,
বিশ্ব তোমার আঁখির পরে
কেমন পড়ে আঁকা
তাই ভাবি যে মনে।
ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইকো আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

আমি ভাবি হঠাৎ যদি
বৈশাখের এক দিন
বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শৃঙ্খে বাঁধনহীন,
পাগল উঠে জেগে,—

যদি তোমার ঢাকা ঘরে
যত আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ঐ যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—

তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি'
জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্ত্তি ধরে'
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেকঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাখা
আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

তখন তোমার ঘোম্‌টা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডুবে তোমার আপ্‌না-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দভালো।
বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্ত্তনে
রক্ততরঙ্গিণী।
অঙ্গে তোমার কি সুর তুলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।

আজ্‌কে তুমি আপনাকে
আধেক আড়াল করে'
দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
দেখ্‌তেছ এই জগৎটাকে
কি যে মায়ায় ভরে'
তাহাই ভাবি মনে।

অর্থবিহীন খেলার মত
তোমার পথের মাঝে
চল্‌ছে যাওয়া আসা,
উঠে ফুটে মিলায় কত
ক্ষুদ্র দিনের কাজে
ক্ষুদ্র কাঁদা হাসা।

বাঁশি

ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে।
শরৎ প্রভাত গেল বয়ে,
দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে,
বাঁশি-বাজা সাঙ্গ যদি
কর আলস ভরে
তবে তোমার বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাওগো আমার করে

আর কিছু নয় আমি কেবল
করব নিয়ে খেলা
শুধু একটি বেলা।
তুলে নেব কোলের পরে,
অধরেতে রাখ্ব ধরে,
তারে নিয়ে যেমন খুসি
যেথা সেথায় ফেলা—
এমনি করে আপন মনে
করব আমি খেলা
শুধু একটি বেলা।

তার পরে যেই সন্ধে হবে
এনে ফুলের ডালা
গেঁথে তুল্ব মালা।
সাজাব তায় যূথীর হারে,
গন্ধে ভরে দেব' তারে
করব আমি আরতি তার
নিয়ে দীপের থালা।

সন্ধে হলে সাজাব তায়
ভরে ফুলের ডালা
গেঁথে যথীর মালা।

রাতে উঠ্‌বে আধেক শশী
তারার মধ্য খানে,
চাবে তোমার পানে।
তখন আমি কাছে আসি
ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশি,
তুমি এখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে
রাতে যখন আধেক শশী
তারার মধ্যখানে
চাবে তোমার পানে।

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।"

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁজে আঁধার হয়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে ?
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।"

আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে
সে কহিল "আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।"
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে
"ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে ?

আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখ বালা।"

অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখ্‌লে চেয়ে তবে,
সে কহিল—"এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে

অবারিত

ওগো তোরা বল্‌ত, এ'রে
ঘর বলি কোন্ মতে ?
এ'রে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
আনাগোনার পথে ?
আস্‌তে যেতে বাঁধে তরী
আমারি এই ঘাটে,
যে খুসি সেই আসে,—আমার
এই ভাবে দিন কাটে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
কি কাজ নিয়ে আছি,—আমার
বেলা বয়ে যায় যে, আমার
বেলা বহে যায়রে।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের,
রজনী দিন বাজে।
ওগো মিথ্যে তাদের ডেকে বলি
"তোদের চিনিনা যে!"
কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি—"আমার ঘরে
যার খুসি সেই আয় রে তোরা
যার খুসি সেই আয় রে"!

সকাল বেলায় শঙ্খ বাজে
পূবের দেবালয়ে,—
ওগো স্নানের পরে আসে তারা
ফুলের সাজি লয়ে।

মুখে তাদের আলো পড়ে
তরুণ আলোখানি।
অরুণ পায়ের ধূলোটুকু
বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি—"আমার বনে
তুলিবি ফুল, আয়রে তোরা,
তুলিবি ফুল আনন্দে।"

দুপুর বেলা ঘণ্টা বাজে
রাজার সিংহদ্বারে।
ওগো কি কাজ ফেলে আসে তারা
এই বেড়াটির ধারে!
মলিনবরণ মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।

ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি—"এই ছায়াতে
কাটাবি দিন আয় রে তোরা
কাটাবি দিন আয়রে।"

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
গহন বনমাঝে।
ওগো ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর
কার সে আঘাত বাজে?
যায় না চেনা মুখখানি তার,
কয়না কোনো কথা,
ঢাকে তারে আকাশভরা
উদাস নীরবতা।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
চেয়ে থাকি সে মুখ পানে
রাত্রি বহে যায়, নীরবে
রাত্রি বহে যায়রে।

গোধূলিলগ্ন

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগনরে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগনরে।
শেষ করে দিল পাখী গান গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,
ও পারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগনরে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি-লগনরে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কি কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে ?
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবেরে
বাসক-শয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠন খানি
করিব বয়ন যে।

সাজাতে হবেরে নিবিড় রাতের
বাসক-শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে গেছে তারা সব।
রাখালের গান হল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।
এই পথ দিয়ে প্রভাত তুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে
কে তারা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব।
কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
চলে গেল তারা সব।

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গণা
গোধূলি-লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগনরে—

তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কি মন্ত্রে গানে
করিবে মগনরে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি-লগনরে।

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মত
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প করে'
তোমার পরশনি—
তোমা হ'তে পৃথক্ হ'য়ে
বৎসর মাস গণি।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এম্‌নি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
ল'য়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে' যাব
অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে রবে কেবল
নির্ম্মলতা শুভ্রশীতল,

রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাস্‌বে চারিধারে,—
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিঃসাগরপারে ॥

মেঘ

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
শাদা কালো আসন মেলে,
পড়ে আছে আকাশটা খোয়্‌-খেয়ালি,
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি!
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া;
রং বেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুসি মোছে আবার লেখে।

খেয়া

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচ্‌কে হাসি হামেসা।
তাই বলে সব মিথ্যে না কি?
বৃষ্টি সে ত নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা ত নিতান্ত নয় তামাসা।
শুধু আমরা থাকিনে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই।

নিরুদ্যম
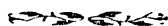
তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
পাখীরা গান গেয়ে ;
তখন পথের দুটি ধারে
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
মেঘের কোণে রং ধরেছে
দেখিনি কেউ চেয়ে ।
মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
চলেছিলেম ধেয়ে ।

মোরা সুখের বশে গাইনি ত গান,
করিনি কেউ খেলা ;
চাইনি ভুলে ডাহিন-বাঁয়ে,
হাটের লাগি যাইনি গাঁয়ে,
হাসিনি কেউ, কইনি কথা,
করিনি কেউ হেলা ;
মোরা ততই বেগে চলেছিলেম
যতই বাড়ে বেলা ।

শেষে সূর্য্য যখন মাঝ আকাশে
কপোত ডাকে বনে,
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুক্‌নো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার দলের সবাই আমার পাশে
চেয়ে গেল হেসে ;
চলে গেল উচ্চ শিরে
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে ;
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কত দূরের দেশে !

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে !
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,—
পাখীর গানে, বাঁশীর তানে,
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলাম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কি কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,
আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর করে তোলে
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জন-কল্লোলে।

খেয়া

সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের' পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে ;
ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
কখন্ কে তা জানে।

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হ'তে
ফুট্‌ল যখন আঁখি
চেয়ে দেখি, কখন্ এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি।
ওগো ভেবেছিলেম আছে আমার
কত না পথ বাকি

মোরা ভেবেছিলেম পরাণপণে
সজাগ রব সবে ;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে।

কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব্ব এক স্বপ্নসম
লাগ্‌তেছিল চক্ষে মম
কি বিচিত্র শোভা তোমার
কি বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাব্‌তেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ

আজি   শুভক্ষণে রাত পোহালো
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।
বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধন ধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে ॥

দেখি   সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ

"আমায় কিছু দাওগো" বলে'
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কি কথা রাজাধিরাজ,
"আমায় দাওগো কিছু।"
শুনে ক্ষণকালের তরে
রৈনু মাথা-নীচু।
তোমার কিবা অভাব আছে?
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে?
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোট কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কি
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।

দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে
তোমায় কেন দিইনি আমার
সকল শূন্য করে ॥

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাইনি কিছু,
জানাইনি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় দিলে
নীরব রহিলাম।
এক্‌লা ছিলাম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল
"আয়গো বেলা যায়।"
কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়?

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন্ তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে,
করুণ চক্ষু মেলে—
"তৃষাকাতর পান্থ আমি"—
শুনে চম্‌কে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্ম্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে
বাব্‌লা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লিপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড় লাজ,
তোমার মনে থাকার মত
করেছি কোন্ কাজ?
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল

এই কথাটি আমার মনে
　　　　　রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে ছুপুর বেলা
　　　　　তেম্‌নি ডাকে পাখী,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা,
　　　　　আমি বসেই থাকি।

জাগরণ

পথ চেয়ে ত কাট্‌ল নিশি,
লাগ্‌চে মনে ভয়—
সকাল বেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়!
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার দেশে;
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছেত তার জানা,—
ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস্‌
করিস্‌নে কেউ মানা।

যদিবা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস্‌নে সে ঘোর।
চাইনে জাগ্‌তে পাখীর রবে
নতুন আলোর মহোৎসবে,
চাইনে জাগ্‌তে হাওয়ায় আকুল
বকুলফুলের বাসে,
তোরা আমায় ঘুমতে দিস্‌
যদিইবা সে আসে।

ওগো আমার ঘুম যে ভাল
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেম্‌নি টুটি
দেখ্‌ব তারি নয়ন দুটি

মুখে আমার তারি হাসি
পড়্‌বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আস্‌বে মোর চখের পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে জাগে।
প্রথম চমক্ লাগ্‌বে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠ্‌বে কেঁপে
তার চেতনায় ভরে’—
তোরা আমায় জাগাস্‌নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে॥

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস্, যতই করিস্,
যতই তারে তুলে ধরিস্,
ব্যগ্র হয়ে রজনীদিন
আঘাত করিস্ বোঁটাতে
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস্ তারে,
ছিঁড়তে পারিস্ দলগুলি তার,
ধূলায় পারিস্ লোটাতে,

তোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধরবে না রং—পারবে না তার
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অম্‌নি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রং যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মত,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপ্‌নি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারবনা।
হারাও যদি হারব খেলায়
তোমার খেলা ছাড়ব না।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের খেলাই খেল্‌ব মোরা
বসাও যদি হারের দলে।

খেয়া

আমরা	বিনা পণে খেলব না গো
খেলব রাজার ছেলের মত।
ফেলব খেলায় ধন রতন
যেথায় মোদের আছে যত।
সর্ব্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যাক্ সকলি যাক্,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের করব সারা।
তার পরে কোন্ বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু	এই হারা ত শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।

হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কি করবে তুমি
সে কথা কেউ ভাবতে পারে?

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে ?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়,
রাজার কড়ি করেছিলেম
নিজের ঘরে জড়।
ঘুম লাগিতে শুয়েছিলেম
প্রভুর শয্যা পেতে,
জেগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাণ্ডারেতে।

খেয়া

বন্দী ওগো কে গড়েছে
বজ্রবাঁধন খানি ?

আপনি আমি গড়েছিলেম
বহু যতন মানি।
ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,
আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইক তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

পথিক

পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি
এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমাল-বনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
তরুণ আঁখি এখনো দেখ জাগে।
বিদায়-বেলা এখনি কিগো হবে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে?

তোমারে মোরা বাঁধিনি কোনো ডোরে
রুধিয়া মোরা রাখিনি তব পথ,
তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ পরে'
বাহিরে দেখ দাঁড়ায়ে তব রথ।
বিদায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা,
কেবল শুধু করুণ কলগীতে।
চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাঁধা
কেবল শুধু চোখের চাহনিতে।
পথিক ওগো মোদের নাহি বল,
রয়েছে শুধু আকুল আঁখিজল!

নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা?
আঁধার হতে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কি বারতা?

খেয়া

সপ্তঋষি গগনসীমা হতে
কখন্ কি যে মন্ত্র দিল পড়ি,—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত ?

এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো,
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি,
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
পথ-পাগল ক্ষণিক রাখ কথা,
নিশীথে তব কেন এ অধীরতা ?

মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়ালো—আমার
জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরাণ কি নিধি কুড়ালো—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা'-সনে
সে নীরব সভামাঝারে—দেখেছি
চির জনমের রাজারে।

ওগো সে কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে
অথবা জুড়াল পরশে—তাহার
কমল করের পরশে—
আমি সে কথা সকলি গিয়েছি যে ভুলে
ভুলেছি পরম হরষে।
আমি জানিনা কি হল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখালো—কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখালো,—
কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যে দিকেই আঁখি তাকালো।

আজ মনে হল কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে কথা জানি না।
আজ কি লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পূরেছে শূন্য জানি না।

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে ;—
ভাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরালো,—যেনরে
নিঃশেষে আজি ফুরালো,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো—আমার
আদি ও অন্ত জুড়ালো।

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে সুর কোথায় পাব।

যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে,—

খুঁজে মরি তেম্‌নি সহজ,
তেম্‌নি ভরপূর,
তেম্‌নিতর অর্থ-ছোটা
আপনি-ফোটা সুর ;
তেমনিতর নিত্য নবীন,
অফুরন্ত প্রাণ,
বহুকালের পুরানো সেই
সবার জানা গান।

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশেনা তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।

জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কি যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

বিকাশ

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
কুঁড়ির মত ফেটে গিয়ে
ফুলের মত উঠ্‌ল কেঁদে,
সুধাকোষের সুগন্ধ তার
পারলে না আর রাখ্‌তে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোকপানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌রে ফুটে,
চোখের পরে আলস ভরে
রাখিস্‌নে আর আঁচল টানি।
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি॥

সীমা

যে টুকু তোর অনেক আছে
    যে টুকু তোর আছে খাঁটি।
তার চেয়ে লোভ করিস্ যদি
    সকলি তোর হবে মাটি।
এক মনে তোর একতারাতে
    একটি যে তার সেইটে বাজা,—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
    তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
    আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
    সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।

লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌ নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
  হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
  আপন মনে সেইটি বাজা।

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
এ যাত্রা তুমি থামাও।

যে তোমার ভার বহে, কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে ত
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তার
হাতে,
বনে পাখী গায় নদীধারা ধায়,
চলে সে সবার সাথে।

তুমি কাজ দিলে কাজের সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।
বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি,
তোমা পানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি।

আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোন ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণ ধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও।

টীকা

—▸▸•◂◂—

আজ পূরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিনু অরুণ শিখা,—হেরিনু
কমল বরণ শিখা
তখনি হাসিয়া প্রভাত তপন
দিলেন আমারে টীকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টীকা।

কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যে দিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমল বরণ শিখা—আমার
অন্তরে দিল টীকা।
ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশ রেখা দিব না ঘুচিতে,
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নব প্রভাতের লিখা
উদয় রবির টীকা।

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ

আমলা গাছের কচি পাতায় ;

কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে

নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।

কেউ কোথা নেই মাঠের পরে,

কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে,

আজ দুপরে আকাশ তলে

রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

বারে বারে ঘুরে ঘুরে

মৌমাছিদের গুঞ্জ সুরে

কার চরণের নৃত্য যেন

ফিরে আমার বুকের মাঝে

রক্তে আমার তালে তালে

রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

ঘন মহুল শাখার মত
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ ;
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।
আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্ম্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস ধেনু চরে বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
কাটল বেলা এমনি করে।
গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
এল গভীর ছায়া পড়ে।

খেয়া

সন্ধ্যা এখন পড়চে হেলে
শালবনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দীঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ-কলস ভরা।
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারা দিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয়নি ধরা ?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হল বধূর কলস-ভরা ?

বিদায়

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠ্‌ল কেমন করে
জানিনে কোন ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর ত চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা গড়া,
মতের লাগি দেশ বিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণ চাঁপার গাছে।
পারিনে আর চল্‌তে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগ্‌ল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরাণ জুড়ে বাজে
"ভালবাসি, হায়রে ভালবাসি।"
সবার বড় হৃদয়-ভরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য্য তখন পূর্ব্ব গগন-মূলে,
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকায়নিক ফুলে,
শিবালয়ে উঠ্‌ল বেজে শাঁখ,
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
ঘরছাড়া ঐ নানা দেশের পথ—
প্রভাতকালে অপার পানে চেয়ে
কি মোহগান উঠ্‌তেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
বহুদূরের অরণ্য পর্ব্বত,
নানা দিনের নানা-পথিক-চলা
ঘরছাড়া ঐ নানাদেশের পথ।

ভাবি নাইক কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন্‌ নিরুদ্দেশের তরে
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের পরে।

খেয়া

বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে,
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।
ভেবেছিলেম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখ্‌তে পাব কা'কে,
শুনতে যেন পাব নূতন সুর।
তার পরে ত অনেক বেলা হলো
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা॥

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম
আলোছায়ার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল
বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
দুপুর বেলার গভীর ক্লান্তি,
রাত্রিবেলার নিবিড় শান্তি,
প্রভাতকালের বিজয় যাত্রা,
মলিন মৌন সন্ধ্যাবেলার,
পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উসখুস শব্দটুকুন্
কোটর মাঝে কীটের খেলার,

কত আভাস আসা যাওয়ার,
ঝরঝরাণি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্ত্তা
নিশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে,
ঘাসের পাতার, মাটির গন্ধ,
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জ্জন গান ?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরাণ ?

গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্যপরে,
ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্ম্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্দ্ধমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণস্বরে
অর্থবিহীন কলকথায় ?
আপন মনের পাইনে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃত-পান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এম্‌নি কাঁদি এম্‌নি হাসি
তবুও এই ভালবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

সমুদ্রে

—•▸▪◂•—

সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকাখানি
কোথায় আমার যেতে হবে
সে কথা কি কিছুই জানি ?
শুধু শিকল দিলেম খুলে,
শুধু নিশান দিলেম তুলে,
টানিনি দাঁড়, ধরিনি হাল,
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে ;
তীরে তরুর ডালে ডালে
ডাক্‌ল পাখী প্রভাত কালে,
তীরে তরুর ছায়ায় রাখাল
বাজায় বাঁশি মনের সুখে।

তখন আমি ভাবিনাইকো

সূর্য্য যাবে অস্তাচলে,

নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে

পড়্‌ব এসে সাগর-জলে ;

ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে

যে তরী ধায় ধীরে ধীরে,

বাইতে হবে নিয়ে তারে

নীল পাথারে একলা প্রাণে।

তারাগুলি আকাশ ছেয়ে

মুখে আমার রৈল চেয়ে,

সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল

কূলে আপন কুলায় পানে।

দুলুক্ তরী ঢেউয়ের পরে

ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।

গাওরে আজি নিশীথ রাতে

অকূল-পাড়ির আনন্দ গান।

যাক্ না মুছে তটের রেখা,
নাইবা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক্ না সাড়া
বাঁধন-হারা হাওয়ার ডাকে
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লওরে বুকে দু'হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

দিন শেষ

ভাঙা অতিথ্‌শালা।
ফাটা ভিতে অশথ বটে
মেলেছে ডাল পালা।
প্রখর রোদে তপ্ত পথে
কেটেছে দিন কোনোমতে,
মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়
মিল্‌বে হেথা ঠাঁই ;
মাঠের পরে আঁধার নামে,
হাটের লোকে ফির্‌ল গ্রামে,
হেথায় এসে চেয়ে দেখি
নাই যে কেহ নাই।

খেয়া

কতকালে কত লোকে
কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধূলা
এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্না রাতে
স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে
নানাদেশের কথা।
প্রভাত হলে পাখীর গানে
জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে
পথের তরুলতা।

আমি যে দিন এলেম, সে দিন
দীপ জ্বলেনা ঘরে।
বহুদিনের শিখার কালী
আঁকা ভিতের পরে।

শুষ্কজলা দীঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমরা দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেম এসে?
হায়রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায়রে ক্লান্ত কায়া।

সমাপ্তি

বন্ধ হ'য়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক্ প'ল তরী ;
নৌকা-বাওয়া এবার কর সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কি করি।
এখন তবে চল নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হ'ল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাব্‌লাবনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চল এখন, যাবে যে দূরদেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চল্‌তে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়্‌বে কি আর চোখে,
কুটীরগুলি যাবে কি আর দেখা ?
পিছন হ'তে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আস্‌বে আঁধার বেয়ে
অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।
চল এবার কোরো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি।

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হ'য়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেল।

ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা

জ্বাল্‌তে হবে সারারাতের আলো,

শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,

গুটিয়ে ফেল সকল মন্দভালো।

ফিরিয়ে আন ছড়িয়ে-পড়া মন,

সফল হোক্ রে সকল সমাপন।

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে,
শুনে মনে লাগে
বাংলা দেশে ছিলেম যেন
তিনশো বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

খেয়া

পল্লীখানি প্রাণে ভরা,
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের পরে
দখিন হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা বসে
পুরাণ-কথা কহে।

ফুলবাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদম শাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুলবনে
কোকিল কোথা ডাকে।

খেয়া

তিনশো বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝিনাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি সুরেই ডাক !
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ ?

সহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাইরে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলিছে আজ
কিসের ব্যর্থতায় !
আর কি বধূ গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক ?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক ?

দীঘি

জুড়ালরে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাট্‌ল সারা দিন।
সাম্‌নে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত ;
সকল কর্ম্মহীন।
তারি মাঝে দীঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
একটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয় ?

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে
জলের কিনারায়,
পথে চল্‌তে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে
বাপের ঘরে চায়।

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মত যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধূলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেকে তোমার পরে নত হয়ে পড়ে'
দেখিছে দর্পণ।

তীরের কর্ম্ম সেরে আমি গায়ের ধূলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে ;
এ কোন অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে ?
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে
কাড়িল মোর মন।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলীতে
　　ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
　　উড়ে গেল কাক।
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মরিয়া বাতাস গেল মরে
　　বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মত
　　দীঘির কালো জলে।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠ্‌ল গাছের আড়ে,
　　বাজ্‌ল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
　　গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইক কোনো আলো
　　এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরালো রাত্রি এল, কাট্‌ল মাঝের বেলা
　　দীঘির কালো নীরে।

ঝড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে

ঝড় এলরে আজ,

মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে

বাজ্‌রে মৃদঙ্‌ বাজ।

আজ্‌কে তোরা কি গাবি গান,

কোন্‌ রাগিণীর সুরে ?

কালো আকাশ নীল ছায়াতে

দিল যে বুক পূরে।

বৃষ্টিধারায় ঝাপ্‌সা মাঠে
ডাকৃচে ধেনুদল,
তালের তলে শিউরে ওঠে
বাঁধের কালো জল।
পোড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে
ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্যক্ষেতের ওপার যেন
এপারকে দেয় ডাক।

•

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে ?
জলের বিন্দু পড়্‌ছেরে তার
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ,
দুয়ার হতে কে ফিরেছে
না গেয়ে তার গান ?

আয়গো তোরা ঘরেতে আয়,
বস্‌গো তোরা কাছে।
আজ যে আমার সমস্ত মন
আসন মেলে আছে।
জলে স্থলে শূন্যে হাওয়ায়
ছুটেছে আজ কি ও?
ঝড়ের পরে পরাণ আমার
উড়ায় উত্তরীয়।

আস্‌বি তোরা কা'রা কা'রা
বৃষ্টিধারার স্রোতে
কোন্ সে পাগল পারাবারের
কোন্ পরপার হতে?
আসবি তোরা ভিজে বনের
কান্না নিয়ে সাথে,
আস্‌বি তোরা গন্ধরাজের
গাঁথন নিয়ে হাতে।

ওরে আজি বহুদূরের
বহু দিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্ খানে ?
ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সজল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা।
দুল্‌চে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে ;
মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত
উঠিস্ জেগে জেগে ?

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন্ হবে ?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?
নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান্ হাটে হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার কর-পদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল করে'
অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে।
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে !

আজিকে চাঁদ উঠ্‌বে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন্ হাওয়া উঠ্‌বে হঠাৎ বেগে
আস্‌বে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে ;
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের পরে মরবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থম্‌থমিয়ে আস্‌বে যখন জল,
বাতাস যখন পড়্‌বে ঢুলে ঢুলে,—
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল,—
শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে?

গান শোনা

আমার এ গান শুন্‌বে তুমি যদি
শোনাই কখন বল ?
ভরা চোখের মত যখন নদী
করবে ছল ছল,
ঘনিয়ে যখন আস্‌বে মেঘের ভার
বহুকালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নাম্‌বে তোমার ঘরে ;

যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে,
তবুও বেলা আছে,
সাথী তোমার আস্‌ত যারা রাতে
আসেনি কেউ কাছে ;
তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
গাইতে যদি বল,—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছল ছল।

ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বস্‌বে তুমি একা—
আমি গাব বসে ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।
ফুরাবে দিন, আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে সুরু,
উঠ্‌বে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।

ভিজে পাতার গন্ধ আস্‌বে ঘরে,
ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
বনের নিশ্বাস।
বাদল সাঁঝে আঁধার বাতায়নে
বস্‌বে তুমি একা,
আমি গেয়ে যাব আপন মনে
যাবে না মুখ দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
বাড়বে অন্ধকার,
নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে
ভেদ রবে না আর ;
কাঁসর ঘণ্টা দূরে দেউল হতে
জলের শব্দে মিশে
আঁধার পথে ঝোড়ো হাওয়ার স্রোতে
ফিরবে দিশে দিশে।

শিরীষ ফুলের গন্ধ থেকে
  আস্‌বে জলের ছাঁটে,
উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে
  গ্রামের শূন্য বাটে।
জলের ধারা ঝর্‌বে বাঁশের বনে,
  বাড়্‌বে অন্ধকার,
গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
  ভেদ রবে না আর।

ও ঘর হতে যবে প্রদীপ জ্বেলে
  আন্‌বে আচম্বিত,
সেতারখানি মাটির পরে ফেলে
  থামাব মোর গীত।
হঠাৎ যদি মুখ ফিরিবে তবে
  চাহ আমার পানে
এক নিমেষে হয়ত বুঝে লবে
  কি আছে মোর গানে।

নামায়ে মুখ নয়ন করে নীচু
বাহির হয়ে যাব
একলা ঘরে যদি কোন কিছু
আপন মনে ভাব।
থামায়ে গান আমি চলে গেলে,
যদি আচম্বিত
বাদল রাতে আঁধারে চোখ মেলে
শোন আমার গীত।

জাগরণ

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুন্‌বি তারা ?

সাড়া কারো নাইরে সবাই
ঘুমায় অকাতরে।
প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস্ ফিরি
আলোয় অন্ধকারে ?
তুই কেন আজ দেখিস্ চেয়ে
বনপথের পারে ?

শব্দ কোথাও শুন্‌তে কি পাস্
মাঠে তেপান্তরে ?
মাটি কোথাও উঠচে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে ?
কোথাও ধূলো উড়চে কিরে
কোনো আকাশকোণে ?
আগুনশিখা যায় কি দেখা
দূরের আম্রবনে ?

খেয়া

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি ?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি ?
নাচেরে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহমাঝে,
বাজেরে তাই কি কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।

আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
ক্ষীণ আলোকের পরে
ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ
আঘাত করে মোরে!
কি লুকিয়ে আছে ওরে,
কি রেখেছে ঢেকে,
কিসের কাঁপন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে ?

ওরে কোথাও নাইরে হাওয়া,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা ;
বালুতটের পাশে নদী
কালীর বর্ণে আঁকা।
বনের পরে চেপে আছে
কাহার অভিশাপ,—
ধরণীতল মূর্চ্ছা গেছে
লয়ে আপন তাপ।

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
পুরানো তোর বাড়ি।
ভাঙা দুয়ার বাদুড়কে ঐ
দিয়েছে পথ ছাড়ি।
সন্ধ্যা হতে ঘুমিয়ে পড়ে
যে যেথা পায় স্থান।
জাগে না কেউ বীণা হাতে,
গাহে না কেউ গান।

হেথা কি তোর দুয়ারে কেউ
পৌঁছবে আজ রাতে ?
এক হাতে তার ধ্বজা তুলে
আলো আরেক হাতে
হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
ছুটে আস্‌বে বেগে,
গ্রামের পথে পাখীরা সব
গেয়ে উঠবে জেগে।

উঠবে মৃদঙ বেজে বেজে
গর্জ্জি গুরু গুরু
অঙ্গে হঠাৎ দেবে কাঁটা,
বক্ষ দুরু দুরু।
ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
ওরে শান্তিহারা,
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস্ সাড়া ?

হারাধন

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠ্‌ল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে ;
নবীন সৃষ্টি সাম্‌নে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেব্‌তা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা "কি আনন্দ !
এ কি পূর্ণ ছবি !
এ কি মন্ত্র, এ কি ছন্দ,
গ্রহ চন্দ্র রবি !"

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে—
"জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে।"
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে "সেই তারাতেই
স্বর্গ হ'ত আলো—
সেই তারাটাই সবার বড়,
সবার চেয়ে ভালো।"

সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।

সবাই বলে "সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।"
সবাই বলে "সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রি বেলায়
স্তব্ধ তারার দলে—
"মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে
নীরব হেসে বলে।

চাঞ্চল্য

নিশ্বাস রুধে দু'চক্ষু মুদে
তাপসের মত যেন
স্তব্ধ ছিলি যে ওরে বনভূমি
চঞ্চল হলি কেন ?
হঠাৎ কেন রে দুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,
ঝট্‌পট্‌ করে'হানে যেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখী।
ওরে আমলকি, ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি ?

"ঐযে ঈশানে উড়েছে নিশান,
বেজেছে বিষাণ বেগে—
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

ওরে নীলজল অতল অটল
ভরা ছিলি কূলে কূলে,
হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
উঠিলি কেনরে দুলে ?
তালতরুছায়া করে টলমল,
কেন কলকল কেন ছল ছল,
কি কথা বলিতে হলি চঞ্চল,
ফুটিতে চাহে না বাক্,—
কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস্
কার শুনেছিস্ ডাক ?

"ঐযে আকাশে পূবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

খেয়া

পরাণ আমার রুধিয়া দুয়ার
আপনার গৃহমাঝে
ছিলি এতদিন বিশ্রামহীন,
কি জানি কত কি কাজে।
আজিকে হঠাৎ কি হলরে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাঁজর
অকারণে বহে নয়নের লোর
কোথা যেতে চাস্ ছুটে ?
কে রে পাগল ভাঙিল আগল
কে দিল দুয়ার টুটে ?

"জানিনা ত আমি কোথা হতে নামি
কি ঝড়ে আঘাত লাগে,
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে ?"

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে ?
যারা ধূলাপায়ে ধায়গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো যে আসে সেই একটি দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি।

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগচে ঘুমঘোর ;
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।
আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের পরে
যেন ভিখারিণীর মত
কেহ শুধায় যদি "কি চাও তুমি" থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত।

আজি কোন্ লাজে বা বল্‌ব আমি তোমায় শুধু চাহি,-
আমি বল্‌ব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,—
তুমি আস্‌বে আমার তরে ?
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্য্যে তব
তারে দিব বিসর্জ্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সঙ্গোপন।

আমি সুদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল অয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের পরে সোনার ধ্বজা ঝল্‌বে ঝলমল
সাথে বাজ্‌বে বাঁশির তান,—
তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা কর্‌বে টলমল
আমার উঠ্‌বে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আস্‌বে পথে।
হেসে দু'হাত ধরে ধূলা হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিণীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বামপাশে,
তখন লতার মত কাঁপব আমি গর্ব্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

ওগো সময় বয়ে যাচ্চে চলে রয়েচি কান পেতে
কোথা কইগো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ পথ দিয়ে কত না লোক গর্ব্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কিগো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিণীর লজ্জা কিগো ঝরবে নয়নজলে
তারে রাখবে মলিন বেশে?

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আসনি, তাই
আধেক আঁখি মুদিয়ে চাই,
ভয়ে চাইনে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আস্‌চ তুমি ধীরে।
যেন চিন্‌তে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার পরে।
আমি একলা বসে মনে গণি
শুন্‌চি তোমার পদধ্বনি
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

ভোরে নয়ন মেলে অরুণ রাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি,
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারাশি,—
যখন নব মেঘের সজল ছায়া
যেনরে কার মিলন-মায়া
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
যখন পুলকে নীল শৈল ঘেরি
বেজে ওঠে কাহার ভেরী,
ধ্বজা কাহার উড়ে,—

তখন মিথ্যা সত্য কেইবা জানে,
সন্দেহ আর কেইবা মানে,
ভুল যদি হয় হোক।
ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ ?

সেকি তখন আমি ছিলেম একা,
কেউ কি মোরে দেয়নি দেখা ?
কেউ আসেনাই পিছে ?
তখন আড়াল হতে সহাস আঁখি
আমার মুখে চায়নি না কি ?
একি এমন মিছে ?

বর্ষাপ্রভাত

ওগো এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাসরাগে
কি গান ধরেছে।

আজ বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
কোন্ সে ভিখারী
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু'হাত বিথারি',—
আঁজল ভরে সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কি নেহারি।

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল
মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝুরিতে।

আজ সকাল হতেই খবর এল,—
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাত বেলা।
শুনে দিগ্‌বিদিকে টুটে
আলোর পদ্ম উঠ্‌ল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা।

ওকি সুরপুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে ?
কে জানে গো কি উল্লাসে
হেরেন ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দুলে।

ওগো কাহারে আজ জানাই আমি—
—কি আছে ভাষা—
আকাশপানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাইনে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

বর্ষা-সন্ধ্যা
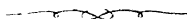
আমায় অম্‌নি খুসি করে রাখ
কিছুই না দিয়ে,—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এম্‌নি ধূসর মাঠের পারে,
এম্‌নি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অম্‌নি রাখ বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।

আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি
দু'হাত মেলে-দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।
আষাঢ় রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি।
আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব
কিছুই না করি।

আজ বাদল হাওয়ায় কোথারে জুঁই
গন্ধে মেতেছে?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গেঁথেছে?

আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজি এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে ?
আজ বাদল হাওয়ায় জুঁই আপনার
গন্ধে মেতেছে।

ওগো আজকে আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে,
আপন হতে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে,
নিদ্রাবিহীন নয়ন পরে
স্বপন বানিয়ে।
ওগো আজকে পরাণ ভরে লব
কিছুই না নিয়ে।

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাইরে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে,
কোথায় গেল দ্বারী ?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়
হস্তিশালায় হাতী,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
জ্বালায়না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সীঁথি
পরেনা কেউ কেশে
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব-পেয়েছির দেশে !

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে ,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে ।
কুটীরেতে বেড়ার পরে
দোলে ঝুম্‌কা লতা ;
সকাল হতে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা ।
ভোরের বেলা পথিকেরা
কি কাজে যায় হেসে—
সাঁজে ফেরে বিনা-বেতন
সব-পেয়েছির দেশে ।

আঙিনাতে দুপুর বেলা
মৃদুকরুণ গেয়ে
বকুলতলার ছায়ায় বসে
চরকা কাটে মেয়ে

মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

সদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনাবেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা
কাঁপিয়ে চলে পথ ;
হেথায় কভু নাহি থামে
মহারাজের রথ।

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কি আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

নাইক পথে ঠেলাঠেলি,
নাইক হাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটীরখানি তোল্।
ধুয়ে ফেল্‌রে পথের ধূলো,
নামিয়ে দেরে বোঝা,
বেঁধেনে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে বস্‌রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায় ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা

নিদ্রা ছিলনা চোখের কোণে ;

আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা,

কোথাও বাতাস ছিলনা বনে।

বিরাম ছিলনা তপ্ত শয়ন তলে,

কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে ;

দু'হাত বাড়ায়ে কি জানি কি কথা বলে,

কাঙাল চায় যে কারে কে জানে।

দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি'

তাহার ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত ভাষা ;

মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী

আজি হারালরে সব আশা।

অনাথ জগতে যেন এক সুখ আছে,
তাও জগৎ খুঁজে না মেলে ;
আঁধারে কখন্ সে এসে যায়গো পাছে
বুকে রেখেছে আগুন জ্বেলে।
দাও দাও বলে হাঁকিনু সুদূরে চেয়ে
আমি ফুকারি ডাকিনু কারে।
এমন সময়ে অরুণ-তরণী বেয়ে
প্রভাত নামিল গগনপারে।
পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি,
আমি কিছুই চাহিনে আর।
ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাতি
তোমায় করিগো নমস্কার।
বাঁচালে, বাঁচালে,—বধির আঁধার তব
আমায় পৌঁছিয়া দিল কূলে।
বঞ্চিত করি যা দিয়েছ কারে কব,
আমায় জগতে দিয়েছ তুলে।

ধন্য প্রভাত রবি,
আমার লহগো নমস্কার।
ধন্য মধুর বায়ু
তোমায় নমিহে বারম্বার।

ওগো প্রভাতের পাখী
তোমার কর-নির্ম্মল স্বরে
আমার প্রণাম লয়ে
বিছাও দূর গগনের পরে।
ধন্য ধরার মাটি
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধূলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাত বেলা।

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক-সারে।
সকাল বেলার আলোর মাঝে
মলিন যেন না হই লাজে,
আলো যেন পশিতে পায়
মনের মধ্যে এক-বারে।
বিকাব না বিকাব না
আপনারে।

আমি বিশ্ব সাথে রব সহজ
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।

পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব্ব দেহ,
গাছের শাখা উঠ্‌বে দুলে
আমার মনের উল্লাসে
বিশ্বে রব সহজ সুখে
বিশ্বাসে।

আমি সবায় দেখে খুসি হব
অন্তরে।
কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
আমার বীণাযন্তরে :
যাহাই আছে নয়ন ভরি
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গলা
আনন্দিত মন্তরে।
সবার দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে।

খেয়া

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে ?
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হ'তে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কি-যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

খেয়া

আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে